দর্শনায় প্রেমের ফাঁদে ফেলে মোটা টাকার চাঁদা দাবি; গ্রেফতার ৩

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় প্রেমের ফাঁদে ফেলে মোটা অংকের চাঁদা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে প্রতারক চক্রের মক্কারানীসহ ৩জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

ঘটনা সুত্রে জানাযায় গত শনিবার ২ আগষ্ট সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে মোবাইলফোনে দোস্ত গ্রামের শহীদ বিশ্বাসের ছেলে সুমন বিশ্বাস
(৩৬) কে ডেকে নেয় বহুল আলোচিত দেহ ব্যাবসায়ী সাজেদা খাতুন ওরফে মায়া (৪৫)।

এ সময় দর্শনা ঘুঘু ডাঙ্গার একটি ছাত্রাবাস ভাড়া বাড়িতে ডেকে নেয়। ডেকে নিয়ে সুমন বিশ্বাসকে অন্ধকার ঘরের মধ্যে আটকিয়ে তাকে বিবস্ত্র করে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ভিডিও করে।তারপর ৫/৬ জন জোর পৃর্বক ধরে পকটে থাকা ২৭ হাজার ৫শ

টাকা নিয়ে নেয়।এই প্রতারক চক্র ১লক্ষ টাকা চাঁদা দাবি করে। টাকা না দিলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যেমে ছেড়ে দেওয়া হবে।সুমন বিশ্বাস কোন উপায়ন্ত না পেয়ে দর্শনা থানা পুলিশে অভিযোগ করে।অভিযোগ পেয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহার নেতৃত্বে অভিযান চালায় ঘুঘুডাঙ্গা গ্রামস্থ বাবু ইঞ্জিনিয়ারের বাড়ীর ভাড়া বাসায়।

এ সময় পুলিশ প্রতারক চক্রের বহুল আলোচিত মক্কারানী আবুল হোসেনের মেয়ে সাজেদা খাতুন ওরফে মায়া (৪৫),পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়ের মদনা গ্রামের সানোয়ার হোসেনের ছেলে খালিদ হোসেন (৪০)ও জয়নগর গ্রামের মোস্তফা শেখের ছেলে আমিন (২৫) কে গ্রেফতার করে।

এ ঘটনায় সুমন বিশ্বাস বাদী হয়ে দর্শনা থানায় আলোচিত দেহ ব্যাবসায়ী সাজেদা খাতুন ওরফে মায়াসহ ৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে।পুলিশ ৩ জনকে আটক করলেও দুইজন আসামী ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।এ ব্যাপারে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহা বলেন দীর্ঘ দিন ধরে দর্শনায় মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সম্পর্ক করে বাড়িতে ডেকে নিয়ে হুমকি ধামকি দিয়ে টাকা আদায় করে। এই চক্র

কিছুদিন আগে মহেশপুর এক যুবককে আটকিয়ে টাকা নেয়।গতকালই তাদেরকে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৩

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৩ জন আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে মেহেরপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে নিয়মিত মামলায় ১, পেন্ডিং মামলায় ১ ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলার ১ জন আসামি রয়েছে।

গ্রেফতারকৃতদের আজ শনিবার (২২ জুলাই) সকাল ১১ টার দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে মারামারি মামলায় গ্রেফতার ৩

গাংনী উপজেলার রংমহল গ্রামে মারামারির ঘটনায় তিন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ। গ্রেফতারকৃতরা হলেন, সুন্নত আলী, আনারুল ইসলাম ও ইউসুব আলী।

গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম অভিযান

চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করেন।

জানা গেছে, মাদক সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে রংমহল গ্রামের আহাম্মদ আলীকে (৩২)কে ওই গ্রামের শরিফুল ইসলামের নেতৃত্বে ১০/১৫ জন মিলে দেশীয় অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে গত বৃহস্পতিবার (১৩ জুলাই) বিকালে পিটিয়ে আহত করে। এছাড়া তার হাত ও পা ভেঙ্গে দেই তারা। আহতাবসস্থায় তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন। আহত আহাম্মদ আলী খাসমহল গ্রামের চান মহাম্মদের ছেলে। তার অবস্থা খারাপ বলে জানান তার পরিবারের লোকজন।

এঘটনায় আহত আহাম্মদ আলীর ভাইস্তে তাজুল ইসলামের ছেলে রুবেল বাদী হয়ে এজাহার নামীয় ১৫ জন ও অজ্ঞাতনামা আরও ৫/৬ জনকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করেন যার মামলা নং ১৮, তারিখ ১৩ জুলাই ২০২৩ ইং।

ধারা ১৮৬০ এর ১১৪/১৪৩/৩৪১/৩২৩/৩২৪/৩২৫/৩২৬/৩০৭/৩৭৯/৪২৭/৫০৬ পেনাল কোড।